দৈনিক প্রথম আলো

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট

08 FEB 2019

পত্রিকার ন
পৃষ্ঠা নং

অর্থনীতির রক্তক্ষরণের নাম ব্যাংক

সামনে চ্যালেঞ্জ ৫

নিয়ম না মেনে ঋণ বিতরণ, বেনামি ঋণ, সুশাসনের অভাব—এসবই ব্যাংক খাতের সামগ্রিক চিত্র।

বিশেষজ্ঞ মত

খেলাপি

সানাউল্লাহ সাকিব, *ঢাকা*

দেশের ব্যাংক খাতের স্বাস্থ্য ভালো নেই। ব্যাংক খাতকে যদি একটি দেশের অর্থনীতির হৃৎপিণ্ড ধরা হয়, তাহলে সেখানে রক্তক্ষরণ ঘটছে অনেক দিন ধরে। অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন, ব্যাংক খাতের দুর্নীতি ক্যানসারের মতো, একবার দেখা দিলে তা ছড়িয়ে পড়ে গোটা অর্থনীতিতে।

এমনটাই হয়েছে গত এক দশকে। সরকারি ব্যাংকের সমস্যা ছড়িয়ে পড়ছে বেসরকারি ব্যাংকেও। নিয়ম না মেনে ঋণ বিতরণ, বেনামি ঋণ, সুশাসনের অভাব—এসবই ব্যাংক খাতের সামগ্রিক চিত্র। এর মধ্যেও অবশ্য ভালো চলছে হাতে গোনা কয়েকটি ব্যাংক, বাকিরা নানা সংকটে। ব্যাংক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করাই এখন সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

›› আগামী পর্ব : মাদকের বিস্তার

২০০৯ সালে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ ছিল **২২,৪৮১** কোটি টাকা

২০১৮ সালে বেড়ে হয়েছে **৯৯,৩৭০** কোটি টাকা

এর বাইরে অবলোপন করা ঋণ **৪৯,৭৪৫** কোটি টাকা

৬ বছরে নতুন ৯ ব্যাংকের ঋণ খেলাপি হয়ে গেছে **৪,২৭০** কোটি টাকা

সবচেয়ে বেশি খেলাপি এখন জনতা ব্যাংকে **১৭,০০০** কোটি টাকা

- গত বছরের নভেম্বরের হিসাবে ব্যাংকে আমানতে প্রবৃদ্ধি ৮%
- ঋণ বাড়ছে ১৩% হারে।

অর্থনীতির রক্তক্ষরণের নাম ব্যাংক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চ্যালেঞ্জ ব্যাংক খাতের নেতৃত্ব নিয়েও। অর্থ মন্ত্রণালয় বা বাংলাদেশ ব্যাংকও নয়, ব্যাংক খাতের ওপর এখন একক নিয়ন্ত্রণ বেসরকারি ব্যাংকমালিকদের সংগঠনের। তাদের ইচ্ছাতেই বদলে যাচ্ছে ব্যাংক কোম্পানি আইন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি। এখন আবার বাংলাদেশ ব্যাংকের ওপর আছে নতুন ব্যাংক অনুমোদনের চাপ।

গত ১০ বছরে ব্যাংক খাত থেকে জালিয়াতি হয়েছে সাড়ে ২২ হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ। এর মধ্যে জনতা ব্যাংক থেকে অ্যাননটেক্স, ক্রিসেন্ট ও থারমেক্স গ্রুপ মিলে ১১ হাজার ১৩০ কোটি টাকা নিয়ে গেছে, বেসিক ব্যাংক থেকে চলে গেছে সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা, সোনালী ব্যাংকের হল-মার্ক কেলেঙ্কারিতে আত্মসাৎ হয়েছে ৩ হাজার ৫৪৭ কোটি টাকা, বিসমিল্লাহ গ্রুপ নিয়েছে ১ হাজার ১৭৪ কোটি টাকা, নতুন প্রজন্মের এনআরবি কমার্শিয়াল ও ফারমার্স ব্যাংক থেকে লোপাট হয়েছে আরও ১ হাজার ২০১ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর সালেহউদ্দিন আহমেদ সামগ্রিক ব্যাংক খাত নিয়ে *প্রথম আলোকে* বলেন, দেশের উন্নয়নের যে গতি, তা ধরে রাখতে হলে সবার আগে ব্যাংক খাত ঠিক করতে হবে। এমন ব্যাংক খাত নিয়ে মধ্যম আয়ের দেশে যাওয়া যাবে না। এ জন্য সরকারের সদিচ্ছা প্রয়োজন, তা ছাড়া খাত ঠিক হবে না।

সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ব্যাংক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সবার মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। আর যারা দোষী, তাদের দ্রুত দৃশ্যমান বিচারের আওতায় আনতে হবে। দোষীরা সবার চেনা। এসব উদ্যোগই পারে ব্যাংকের ওপর মানুষের আস্থা ফেরাতে।

বাড়ছে খেলাপি ঋণ

বর্তমানে দেশে ৫৯টি ব্যাংক কার্যক্রম চালাচ্ছে। এর মধ্যে ৪১টি বেসরকারি খাতের ও ৯টি বিদেশি ব্যাংক। রাষ্ট্র খাতের ব্যাংক ৯টি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৯ সালে দেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ ছিল ২২ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা। আর ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে তা বেড়ে হয়েছে ৯৯ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ১০ বছরে দেশে খেলাপি ঋণ বেড়ে হয়েছে সাড়ে চার গুণ। এর বাইরে গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকগুলোর অবলোপন করা ঋণ ৪৯ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা।

গত সেপ্টেম্বরে হিসাবে রাষ্ট্র খাতের ৯ ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ছিল ৪৯ হাজার ৪৩৪ কোটি টাকা। আর বেসরকারি ও বিদেশি ৫০ ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ৪৯ হাজার ৯৩৬ কোটি টাকা।

খেলাপি ঋণসংক্রান্ত এসব পরিসংখ্যান বাংলাদেশ ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক তথ্য। তবে ব্যাংক কর্মকর্তারা বলছেন, প্রকৃত খেলাপি ঋণ আরও অনেক বেশি। কারণ, অনেকগুলো ব্যাংক বড় অঙ্কের ঋণ আদায় করতে পারছে না, আবার তা খেলাপি হিসেবেও চিহ্নিত করছে না। আবার বিভিন্ন অজুহাতে প্রতিবছরই ব্যাংকগুলো নানা ছাড় নিচ্ছে। এখন আবার খেলাপি ঋণ কম দেখাতে শিথিল করেছে ঋণ অবলোপন নীতিমালা। কাগজে-কলমে খেলাপি ঋণ কম না দেখিয়ে নগদ আদায় করাটাই হবে সরকারের জন্য আসল চ্যালেঞ্জ।

মানা হচ্ছে না নিয়ম

ঋণখেলাপি হয়ে গেলে ব্যাংকগুলো তা দফায় দফায় পুনঃ তফসিল করছে। যখন নিয়মের মধ্যে পুনঃ তফসিল করতে পারছে না, তখন বিশেষ অনুমোদন দিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে অনেক সময় ঋণ আদায় না হলেও তা খেলাপির তালিকায় যুক্ত হচ্ছে না। ফলে আড়ালেই থাকছে খেলাপি ঋণের প্রকৃত চিত্র।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজেই ২০১২ সালে ৫ হাজার ৫০০ কোটি, ২০১৩ সালে ১৮ হাজার ২০ কোটি ও ২০১৪ সালে ১২ হাজার ৩৫০ কোটি টাকার ঋণ পুনঃ তফসিলের অনুমোদন দেয়। এ ছাড়া ২০১৫ সালে ১৯ হাজার ১৪০ কোটি, ২০১৬ সালে ১৫ হাজার ৪২০ কোটি টাকা ও ২০১৭ সালে ১৯ হাজার ১২০ কোটি টাকার ঋণ পুনঃ তফসিল করে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২০১৮ সালেও প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার ঋণ পুনঃ তফসিল করা হয়। এভাবে ঋণ পুনঃ তফসিলের পরও প্রতিনিয়ত বাড়ছে খেলাপি ঋণ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন এ নিয়ে *প্রথম আলোকে* বলেন, খেলাপি ঋণ পরিশোধের নিয়মাবলি একেবারেই মানা হচ্ছে না। সাধারণত দুবারের বেশি ঋণ পুনঃ তফসিল হয় না। পুনঃ তফসিল করলে ঋণের ১০ শতাংশ অবশ্যই নগদে আদায় করতে হবে। কিস্তি থেকে কেটে রাখলে তা হবে না, নগদে আদায় করতে হবে। যদি কেউ পুনঃ তফসিলের শর্ত ভঙ্গ করে তবে তা বাতিল হয়ে যাবে। এমন নতুন নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাংক খাত এখনো ঠিক করা সম্ভব। ব্যাংকগুলোকে এসব নিয়ম মানতে বাংলাদেশ ব্যাংককে বাধ্য করতে হবে। ব্যাংক খাত ঠিক করতে নতুন আইনের প্রয়োজন হবে না। প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগ করেই সমাধান সম্ভব।

ভালো নেই নতুন ব্যাংক

খেলাপি ঋণ যে ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে, তা বোঝা যায় নতুন ব্যাংকগুলোর দিতে তাকালেই। রাজনৈতিক বিবেচনায় ২০১২ সালে অনুমোদন পাওয়া নতুন ৯ ব্যাংকের ৪ হাজার ২৭০ কোটি টাকা ঋণখেলাপি হয়ে গেছে। এর মধ্যে গত দুই বছরেই তাদের খেলাপি ঋণ বেড়েছে প্রায় ৮ গুণ। এর মধ্যে সংকটে থাকা ফারমার্স ব্যাংকের খেলাপি ঋণই ৩ হাজার ৭০ কোটি টাকা।

নতুন ব্যাংকের মধ্যে ফারমার্স ব্যাংক (বর্তমানে নাম বদলে পদ্মা) কোনো ধরনের নিয়মকানুন অনুসরণ ছাড়াই ব্যাংকিং সেবা দেওয়া শুরু করে, যার প্রভাবে পুরো ব্যাংক খাতে সংকট সৃষ্টি হয়েছে। ফারমার্স ব্যাংক আমানতের অর্থ ফেরত দিতে না পারার কারণে ভোক্তাদের মধ্যে যে ভীতি ছড়িয়েছে, তা এখনো কাটেনি। এ ছাড়া এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকেও অনিয়ম হয়। আবার ইউনিয়ন ও এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের ঋণে ছিল অস্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি। ফলে ছয় বছর হলেও নতুন ব্যাংকগুলোর ভিত্তি মজবুত হয়নি।

ব্যাংকমালিকদের ইচ্ছাপূরণ

ব্যাংক খাত কীভাবে চলবে, তা এখন ঠিক করে দিচ্ছে ব্যাংকমালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকস (বিএবি)। তাদের চাহিদা অনুযায়ী ব্যাংক খাতের করপোরেট করহার আড়াই শতাংশ কমিয়েছে সরকার। এক পরিবার থেকে চারজন পরিচালক ও একটানা তিন মেয়াদে থাকার বিধান রেখে ব্যাংক কোম্পানি আইন সংশোধন করা হয়েছে। ঋণের সুদহার এক অঙ্কে নামিয়ে আনার প্রতিশ্রুতিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কমিয়েছে নগদ জমার হার (সিআরআর)। সরকারি আমানতের ৫০ শতাংশ বেসরকারি ব্যাংকে জমা রাখার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কোনো ফল দিচ্ছে না।

সাবেক ডেপুটি গভর্নর খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ এ নিয়ে বলেন, ব্যাংক চলে আমানতকারীদের টাকায়। এতে মালিকদের অংশগ্রহণ মাত্র ১০ শতাংশ। ৯০ শতাংশ আমানতকারীকে সুরক্ষা দেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অথচ ১০ শতাংশের মালিকেরাই এখন সব করছে। এসব বন্ধ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে পুরোপুরি স্বাধীন করতে হবে।

আমানতে টান, ঋণে চাহিদা

ব্যাংকের বিভিন্ন অনিয়মের কারণে আমানতকারীদের মধ্যেও একধরনের আস্থাহীনতা তৈরি হয়েছে। ব্যাংক খাতে আমানত যেভাবে বাড়ছে, ঋণ বাড়ছে তা দ্বিগুণ গতিতে। গত বছরের নভেম্বরের হিসাবে, ব্যাংকে আমানতে প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশ, যেখানে ঋণ বাড়ছে ১৩ শতাংশ। এর ফলে ব্যাংকে যে উদ্বৃত্ত আমানত ছিল, তা কমতে শুরু করেছে।

ব্যাংকাররা বলছেন, বিনিয়োগের জন্য এখন টাকা লাগবে। তা আসবে আমানত থেকেই। এ জন্য সুদহার বাড়বে। অথচ সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সুদহার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা।

সামগ্রিক বিষয়ে ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) চেয়ারম্যান সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, একসময় সরকারি ব্যাংকের তুলনায় বেসরকারি ব্যাংকে খেলাপি ঋণ অনেক কম ছিল। সরকারি ব্যাংকের টাকা ফেরত না দিলে বেসরকারি ব্যাংকের টাকা কেন দিতে হবে, পরে এমন মনোভাব চলে এল। ভালো গ্রাহকের জন্য এটা একধরনের শাস্তি।

মাহবুবুর রহমান বলেন, 'খেলাপি ঋণ আদায়ে পদ্ধতিগত বড় পরিবর্তন আনতে হবে। ঋণখেলাপিদের বড় ধরনের শাস্তি দিতে হবে অথবা সামাজিকভাবে তাঁদের একঘরে করে ফেলতে হবে। তাতে তাঁরা একটা বড় ধাক্কা খাবেন, এতে সবাই সতর্ক হবে। এ জন্য সরকার, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, আদালত সবারই সহযোগিতা প্রয়োজন।'

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ The Financial Express
পৃষ্ঠা নং ঃ
তারিখ ঃ 0 8 FEB 2019

New write-off policy

Defaulters to gain at small borrowers' cost, say experts

Siddique Islam

Banks can now write off increased amount of bad loans without filing lawsuits after the issuance of new policy, experts said.

This will also help reduce troubled loans in the near future, they said.

The central bank on Wednesday issued the latest policy empowering banks to write off loans up to Tk 0.20 million instead of the previous ceiling of Tk 50,000 without filing cases for recovery.

The policy also allowed the banks to write off such loans after three consecutive years instead of the previous five years.

Senior bankers and experts said the banks stand to benefit from the policy as they will now write off small-sized loans without resorting to court.

But they said the new policy may not be effective for large loans.

Large bad loans unlikely to decrease

Former governor of Bangladesh Bank (BB) Salehuddin Ahmed lamented the reduction of the time limit from five years to three years.

Dr Ahmed argued potential defaulters will benefit from the latest policy relaxation while small and medium entrepreneurs may face trouble in securing fresh loans.

He, however, said provisioning cost of the banks will be reduced after the relaxation of the policy.

Talking to the FE, Syed Mahbubur Rahman, chairman of the Association of Bankers, Bangladesh (ABB), said the amount of non-performing loans (NPLs) in the banking system is likely to go down if 100 per cent cash provisioning against the bad loans are written off.

Mr. Rahman, managing director and chief executive officer of Dhaka Bank Limited, said the new policy would help reduce the NPLs in retail credits, particularly of credit cards.

"Banks' benefit will be minimal as the ceiling for small bad loans will be written off," M A Halim Chowdhury, MD and CEO of Pubali Bank Limited, told the FE in reaction to the policy.

But the policy will not leave any significant impact on large loans' write-off, the senior banker noted.

"We've re-defined the amount of small bad loans for writing off to avoid additional expenses for legal purpose," a senior BB official told the FE.

The central bank has also specified some issues including time limit for writing off loans in the latest policy, he added.

"We've never relaxed the calculation on provisioning against the bad loans that are set to be written off rather than restricting," the central banker said.

Meanwhile, the banks have been able to recover less than a fourth of their written off loans in the last 15 years despite close monitoring by the central bank.

Banks were able to recover Tk 118.79 billion until September 30, 2018 against the aggregate amount of Tk 497.45 billion written off in the country's banking system.

Continued to page 7 Col. 4

Defaulters

Continued from page 1 col. 4

Between January 2003 and September 2018, total outstanding of written-off loans stood at Tk 378.66 billion, according to the BB's latest statistics.

"We're now working on how to boost the recovery of written-off loans in the banking sector," another central banker said without elaborating.

The central bank introduced guidelines for writing off classified loans in 2003 aiming to improve loan recovery and make the financial statements of banks more transparent and accountable.

Writing off loans is a global practice. But it will depend on the capability of the banks concerned to write off its bad loans.

Before making any final decision in this regard, the bank management has to ensure 100 per cent provisioning against the amount to be written off.

siddique.islam@gmail.com

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ The Daily Star
পৃষ্ঠা নং ঃ
তারিখ ঃ 0 8 FEB 2019

BB eases loan write-off policy

STAR BUSINESS REPORT

In a divisive move the central bank has relaxed its write-off policy, at a time when the default loans in the banking sector hit an all-time high.

Banks are now allowed to write off the default loans that have been hovering in the bad category for three years from their balance sheet, down from five years previously, according to a notice from the Bangladesh Bank on Wednesday.

Furthermore, lenders do not have to file any case with the Artha Rin Adalat (Money Loan Court) to write off a delinquent loan worth Tk 2 lakh, up from Tk 50,000 previously.

Experts said the new policy would allow banks to show lower default loans on their books -- artificially.

The central bank should have taken a strict stance against the banks seeing the default loans are crawling up, said Salehuddin Ahmed, a former BB governor.

"But it went the opposite direction," he said, adding that the latest BB move would tempt banks to disburse loans without following the rules.

As of September last year, default loans in the banking sector accounted for 11.45 percent of all outstanding loans at Tk 99,370 crore -- the largest yet in Bangladesh's 48-year history.

The central bank introduced the write-off policy in January 2003 with the view to putting the brakes on the rising default loans then.

But the move turned out to be a disappointment as banks failed to recover the majority of the written-off loans.

Between January 2003 and September 2018, banks wrote off Tk 49,745 crore. As of September last year, Tk 37,866 crore remained outstanding, which is 76 percent of the sum.

Finance Minister AHM Mustafa Kamal yesterday told reporters after a meeting with business leaders at the NEC Auditorium in the capital that the central bank had revised the policy by informing him.

He went on to reiterate his earlier comment on January 10 that the total non-performing loans would not be allowed to go up under his watch.

"This sends a bad signal to the global community about Bangladesh's banking sector," said Ahsan H Mansur, executive director of the Policy Research Institute.

The Association of Bankers, Bangladesh, a platform of private banks' managing directors, however, did not seem too enthusiastic about the revised write-off policy.

READ MORE ON B3

BB eases loan write-off policy

FROM PAGE B1

Banks will have to keep 100 percent provisioning in cash to write-off the bad debts, said Syed Mahbubur Rahman, chairman of ABB.

"So, it is not so easy for lenders to write-off their default loans."

But the policy will help banks to write-off the small loans, which will help in bringing down the overall default loans, said Rahman, also the managing director of Dhaka Bank.

Banks with solid financial health and strong net profit stand to benefit from the revised policy, said Faruq Mainuddin, managing director of Trust Bank

"It is because they have enough provisioning capacity."

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ
পৃষ্ঠা নং ঃ
তারিখ ঃ 0 8 FEB 2019

ঋণ অবলোপনের নীতিমালা শিথিলে ঝুঁকি বাড়বে ব্যাংকিং খাতে

ঋণখেলাপিরা আরো উৎসাহিত হবেন

আড়ালে যাবে প্রকৃত চিত্র

● আশরাফুল ইসলাম

বছরের পর বছর ব্যাংকব্যবস্থায় আদায় অযোগ্য মন্দ মানের শ্রেণিকৃত খেলাপি ঋণ স্থিতিপত্র (ব্যালেন্স শিট) থেকে বাদ দেয়াকে ঋণ অবলোপন বা রাইট অফ বলে। ঋণ অবলোপনের নীতিমালা শিথিল করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে প্রায় ৮২ হাজার কোটি টাকা খেলাপি ঋণের বড় একটি অংশ অবলোপন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ নীতিমালা শিথিল করায় ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকির মাত্রা বেড়ে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকেরা। তারা জানান, ঋণ আদায় না হলেও কাগজে-কলমে কমে যাবে খেলাপি ঋণের পরিমাণ। এতে ঋণ খেলাপিরা আরো উৎসাহিত হবেন। বেড়ে যাবে খেলাপি হওয়ার প্রবণতা। আড়াল হয়ে যাবে ব্যাংকের প্রকৃত চিত্র। ফলে ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ প্রকৃতপক্ষে তো কমবেই না বরং আরো কঠিন আকার ধারণ করবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম গতকাল বৃহস্পতিবার নয়া দিগন্তকে জানিয়েছেন, ঋণ অবলোপনের নীতিমালা শিথিল করা উচিত হয়নি। কোনো প্রয়োজনও ছিল না। তিনি বলেন, এ নীতিমালা শিথিল করায় ব্যাপক আকারের খেলাপি ঋণ ব্যাংকগুলোর বুকস অব অ্যাকাউন্ট থেকে বের হয়ে যাবে। এতে আপাতত ব্যাংকের খেলাপি ঋণ কমে যাবে বলে মনে করা হলেও বরং জটিলতা আরো বেড়ে যাবে। ব্যবসায়ীরা আরো বেশি হারে ঋণ অবলোপনের সুবিধা নেবেন। এতে খেলাপি ঋণের প্রবণতা ■ ১৫ পৃ: ৪-এর কলামে

ঋণ অবলোপনের নীতিমালা শিথিলে

শেষ পৃষ্ঠার পর

বেড়ে যাবে। সামগ্রিকভাবে বাড়বে ঝুঁকি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ জানান, ঋণ অবলোপনের নীতিমালা শিথিল করায় জটিলতা বেড়ে যাবে। ঋণখেলাপিরা উৎসাহিত হবেন। আর ঋণ পরিশোধ না করার প্রবণতা বেড়ে যাবে। আড়াল হয়ে যাবে খেলাপি ঋণের প্রকৃত চিত্র। তিনি বলেন, খেলাপি ঋণ কমানোর ব্যাপারে নীতিনির্ধারকদের সদিচ্ছার অভাব রয়েছে। কেননা, ডাউন পেমেন্ট ছাড়া ঋণ নবায়ন, ঋণ পুনর্গঠনের নামে ব্যবসায়ীদের বড় ধরনের ছাড়, এখন আবার ঋণ অবলোপনের নীতিমালা শিথিল করা সব উদ্যোগই ঋণখেলাপিদের পক্ষে যাচ্ছে। এতে ঋণ পরিশোধ না করার প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে। আগে ৫ বছর পর্যন্ত খেলাপিদের আটকে রাখা হতো। ফলে এ সময়ের মধ্যে ব্যাংকগুলোর খেলাপিঋণের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হতো। বেড়ে যেতো খেলাপিঋণের হার। এতে করে ব্যাংকগুলোতে খেলাপিঋণ কমানোর নানা উদ্যোগ নেয়া হতো। গ্রাহকদের কাছ থেকে ঋণ আদায়ের নানা কৌশল গ্রহণ করা হতো। মোট কথা ব্যাংকারদেরও ঋণ আদায়ের একটা তাগিদ ছিল। আর এখন ঋণখেলাপিদের আটকানোর নীতিমালা ৫ বছর থেকে কমিয়ে ৩ বছর করায় ঋণখেলাপিরা আরো উৎসাহিত হবেন। কারণ, তারা কোনো মতে তিন বছর সময় পার করতে পারলেই ঋণ অবলোপন হয়ে যাবে। এতে চলবে মামলার দীর্ঘসূত্রতা। এ সময় তারা আবার নতুন করে ঋণ নিয়ে আবার খেলাপি হবেন। তিনি জানান, এসব সুবিধা দেয়ায় বেকায়দায় পড়বেন ক্ষুদ্র ও মাঝারি মানের ব্যবসায়ী উদ্যোক্তারা। কেননা একদিকে তারা নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করবেন, আর ওই অর্থ চলে যাবে বড় বড় শিল্প গ্রুপের কাছে। আর নানা ধরনের ছাড় পেয়ে তারা ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করবেন না। তিনি জানান, নীতিমালা শিথিল করায় ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের প্রকৃত চিত্র আড়াল হয়ে যাবে বৈ অন্য কিছু নয়। তাহলে খেলাপি ঋণ কমানোর বিকল্প কী ছিল ব্যাংকারদের হাতে এমন এক প্রশ্নের জবাবে সাবেক এ গভর্নর বলেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ঋণখেলাপিদের ওপর সামাজিক চাপ সৃষ্টি করতে পারলে খেলাপি ঋণ কমে যেত। যেমন, ঋণখেলাপিদের বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা, নানা ধরনের রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা কমানোসহ বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া যেত। কয়েকদিন যাবত অর্থমন্ত্রীকে এ বিষয়ে সোচ্চার হতে দেখা গেলেও হঠাৎ কেন এ ধরনের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রহণ করল তা বোধগম্য নয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান মতে, গত সেপ্টেম্বর শেষে খেলাপি ঋণ রয়েছে ৯৯ হাজার ৩৭১ কোটি টাকা। এর মধ্যে মন্দমানের খেলাপি ঋণ রয়েছে ৮২ হাজার ৬৩৫ কোটি টাকা। আর এ সময়ে অবলোপন করা হয়েছে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার খেলাপি ঋণ। অবলোপনকৃত খেলাপি ঋণ থেকে আদায় বাদে এখন মোট খেলাপি ঋণ রয়েছে প্রায় দেড় লাখ কোটি টাকা। নীতিমালা শিথিল করায় মন্দ মানের ৮২ হাজার ৬৩৫ কোটি টাকার বেশির ভাগই অবলোপন হয়ে যাবে। এতে খেলাপি ঋণের হিসাব থেকে আড়াল হয়ে যাবে অবলোপনকৃত খেলাপি ঋণ।

গত বুধবার এক সার্কুলারের মাধ্যমে ঋণ অবলোপনের নীতিমালা শিথিল করে বাংলাদেশ ব্যাংক। অবলোপনের জন্য এখন আর আগের মতো শতভাগ প্রভিশন লাগবে না। দুই লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ অবলোপনে মামলা করতে হবে না। এতদিন মামলা না করে অবলোপন করা যেত ৫০ হাজার টাকা। যেসব ঋণ বা বিনিয়োগ হিসাবের বকেয়া দীর্ঘদিন আদায় বন্ধ, যা নিকট-ভবিষ্যতে আদায়ের কোনো সম্ভাবনাও নেই, এ ছাড়া তিন বছর মন্দ বা ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত রয়েছে– এসব ঋণ বা বিনিয়োগ ব্যাংকগুলো অবলোপন করতে পারবে। ব্যাংকগুলো এখন মাত্র তিন বছরের মন্দমানের খেলাপি ঋণ ব্যালেন্স শিট থেকে বাদ দিতে পারবে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম :
পৃষ্ঠা নং :

0[illegible] FEB 2019

ক্রিসেন্টের পুকুরচুরি

জনতা ব্যাংকের এক হাজার ৭৪৩ কোটি টাকা লোপাট

এস এম মিজান : ভুয়া রপ্তানি দেখিয়ে ১ হাজার ৭৪৩ কোটি টাকা লোপাট করেছে ক্রিসেন্ট গ্রুপ। অর্থ আত্মসাতের সঙ্গে গ্রুপের চেয়ারম্যান ও তার ভাই জাজ মাল্টিমিডিয়ার মালিকসহ জনতা ব্যাংকের কয়েকজন কর্মকর্তার সংশ্লিষ্টতা পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এ বিষয়ে অনুসন্ধান শেষে দুদকের প্রতিবেদনে ২০ জনের বিরুদ্ধে মামলার সুপারিশ করা হয়েছে। শিগগিরই কমিশন মামলা করবে বলে জানা গেছে। দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এরই মধ্যে সন্দেহভাজনদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

দুদকের অনুসন্ধান সূত্র বলছে, ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে বিদেশে পণ্য রপ্তানি দেখিয়ে জনতা ব্যাংকের ইমামগঞ্জ করপোরেট শাখা থেকে ১ হাজার ৭৪৩ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় ক্রিসেন্ট গ্রুপ। পরে ওই অর্থ দুবাই, থাইল্যান্ড, ইতালি ও সিঙ্গাপুরে পাচার করা হয়। এ জালিয়াতিতে জড়িত ক্রিসেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এ কাদের, রিমেক্স ফুটওয়্যারের চেয়ারম্যান ও জাজ মাল্টিমিডিয়ার কর্ণধার আব্দুল আজিজ, জনতা ব্যাংকের সাবেক ডিজিএম এবং বর্তমানে সোনালী ব্যাংকের ডিএমডি রেজাউল করিমসহ মোট ২০ জনের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ মামলায় সুপারিশ করা হয়েছে দুদকের প্রতিবেদনে।

এম এ কাদের

আব্দুল আজিজ

ক্রিসেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এ কাদের ও তার ভাই জাজ মাল্টিমিডিয়ার কর্ণধার আজিজসহ জনতা ব্যাংক কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতা পেয়েছে দুদক

এদিকে ৯১৯ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে ক্রিসেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এ কাদের ও জনতা ব্যাংকের কর্মকর্তাসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে গত ৩০ ডিসেম্বর রাজধানীর চকবাজার থানায় পৃথক তিনটি মামলা করে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। একই ঘটনায় টাকা উদ্ধারে অর্থঋণ আদালতে মামলা করেছে জনতা ব্যাংক। গত ৩০ জানুয়ারি গ্রেপ্তার করা হয় গ্রুপটির চেয়ারম্যানকে। এ ছাড়া ঋণ জালিয়াতির অন্যতম সহযোগী জাজ মাল্টিমিডিয়ার মালিক আব্দুল আজিজসহ অপর আসামিদের গ্রেপ্তারের জন্য খুঁজছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। তাদের যেখানে পাওয়া যাবে সেখান থেকেই গ্রেপ্তার করা হবে।

তিন মামলার অপর আসামিরা হলেন— ক্রিসেন্ট গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুলতানা বেগম মনি, রিমেক্স ফুটওয়্যার

➤ এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

ক্রিসেন্টের পুকুরচুরি

● প্রথম পাতার পর

লিমিটেডের চেয়ারম্যান আব্দুল আজিজ ও এমডি লিটুল জাহান (মিরা), জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ডিএমডি (সোনালী ব্যাংকের তৎকালীন জিএম) জাকারিয়া হোসেন, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ডিএমডি (তৎকালীন জিএম, জনতা ব্যাংক লিমিটেড) ফখরুল আলম, জনতা ব্যাংকের জিএম মো. রেজাউল করিম, ডিজিএম কাজী রইস উদ্দিন আহমেদ ও এ কে এম আসাদুজ্জামান, এজিএম মো. ইকবাল, (সাময়িক বরখাস্ত) মো. আতাউর রহমান সরকার, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (সাময়িক বারখাস্ত) মো. খায়রুল আমিন, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত) মো. মগরেব আলী, প্রিন্সিপাল অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত) মুহাম্মদ রুহুল আমিন, সিনিয়র অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত) মো. সাইদুজ্জাহান, মো. মনিরুজ্জামান ও মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন।

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর সূত্র জানায়, আসামিদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং আইনে মামলা করা হয়েছে। গত ৩০ জানুয়ারি গ্রেপ্তারের পর প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান এম এ কাদেরকে শুল্ক গোয়েন্দার প্রধান কার্যালয়ে নেয়া হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তিন মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। কাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতের কাছে ১০ দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়েছে। রিমান্ড আবেদন শুনানির অপেক্ষায় আছে।

এদিকে ক্রিসেন্ট গ্রুপের কাছে পাওনা সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকা উদ্ধারে সম্প্রতি অর্থঋণ আদালতে মামলা করেছে জনতা ব্যাংক। ঋণ জালিয়াতির ব্যাপারে জনতা ব্যাংক কর্মকর্তারা বলছেন, ক্রিসেন্ট গ্রুপের কাছে সুদে আসলে তাদের পাওনা (গত ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) তিন হাজার ৪৪৬ কোটি টাকা।

এসব ঋণ জালিয়াতির মাধ্যমে ব্যাংকটির ইমামগঞ্জ শাখা থেকে নেয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটির সম্পদ নিলামে বিক্রিরও প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। এরই মধ্যে নিলাম ডাকা হয়েছে। জনতা ব্যাংকের আঞ্চলিক কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মোবারক হোসেন জানান, টাকা আদায়ের জন্য আদালতের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেয়া হবে। আমাদের সব পদক্ষেপ হবে আইনকানুন অনুযায়ী। তবে অর্থ আত্মসাৎ ও পাচারের বিষয়ে ক্রিসেন্ট গ্রুপের বক্তব্য জানতে কয়েকবার যোগাযোগ করা হলেও কেউই এ বিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি।

এ বিষয়ে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, জালিয়াতির যে সর্বোচ্চ প্রমাণ, যেটি অনুসন্ধানে এরই মধ্যে বেরিয়ে এসেছে, আমরা মনে করি, এ বিষয়টিকে অন্তত একটি টেস্ট কেস হিসেবে কর্তৃপক্ষের দেখা উচিত।

এ বিষয়ে দুদক কমিশনার মোজাম্মেল হক খান (অনুসন্ধান) বলেন, অর্থ পাচারে জড়িত কেউ-ই রেহাই পাবে না। প্রাথমিক অনুসন্ধানে আমরা অনেক খাতে জালিয়াতির প্রমাণ পেয়েছি। কমিশন এখন মামলা করবে। যদি পরবর্তী সময়ে আরো গভীর তদন্তের মাধ্যমে একই ধরনের বা অধিকতর তথ্য পাওয়া যায় তাহলে সে অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নেব। আইনেই বলা আছে, তার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক সমকাল
পৃষ্ঠা নং ঃ
তারিখ ঃ 0 8 FEB 2019

মেয়াদোত্তীর্ণ স্বীকৃত বিল নিয়ে ব্যাংকে আস্থার সংকট

■ শেখ আবদুল্লাহ

স্থানীয় উৎস থেকে রফতানির জন্য কাঁচামাল আমদানিতে ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ঋণপত্র খোলেন ব্যবসায়ীরা। এই ঋণপত্র খোলার সময় আমদানিকারক গ্রাহকের ব্যাংক পণ্য সরবরাহকারী গ্রাহকের ব্যাংককে স্বীকৃতিপত্র দিয়ে থাকে। এই স্বীকৃতির অর্থ হচ্ছে আমদানিকারক সময়মতো পণ্যমূল্য পরিশোধ না করলে, ওই ব্যাংক তার পক্ষে মূল্য পরিশোধ করবে। ব্যাংক লেনদেনে এ স্বীকৃতি ব্যবস্থা এক ধরনের বাধ্যবাধকতাও। কিন্তু গ্রাহকের কাছ থেকে টাকা না পাওয়ায় দেশের অনেক ব্যাংকই নিজের স্বীকৃতি দেওয়া বিলের অর্থ সময়মতো পরিশোধ করতে পারছে না। বলা যায়, স্থানীয় স্বীকৃত বিল নিয়ে বেকায়দায় পড়েছে অনেক ব্যাংক।

পরিশোধের নির্দেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের
ইষ্টার্ণ কেবল্‌স্ লিমিটেড
পতেংগা, চট্টগ্রাম।
ইষ্টার্ণ কেবল্‌স্ এর পণ্য গুণে মানে অনন্য।
ফ্রী ঃ ০১৭০১২৭৮৯৬১

সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট দেশে কার্যরত সব ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের চিঠি দিয়ে মেয়াদোত্তীর্ণ স্বীকৃত বিল দ্রুত পরিশোধ করার নির্দেশনা দিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক বলেছে, স্বীকৃত বিল মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় ব্যাংকগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আস্থার সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। কোনো কোনো ব্যাংককে স্বীকৃত বিল কেন মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে তার কারণ দর্শানোরও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের চিঠিতে বলা হয়েছে, ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসের তুলনায় সেপ্টেম্বরে মেয়াদোত্তীর্ণ ও অপরিশোধিত স্থানীয় স্বীকৃত বিলের সংখ্যা (মামলাধীন কেস ছাড়া) বৃদ্ধির হার ৫৫ শতাংশ, যা আশঙ্কাজনক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে দেশের ব্যাংক খাতে মেয়াদোত্তীর্ণ ও অপরিশোধিত স্থানীয় বিলের সংখ্যা ছিল এক হাজার তিনটি। গত সেপ্টেম্বর শেষে এই বিলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৫৬০টিতে। এসব বিলের বিপরীতে প্রায় ৬ কোটি ডলার আটকে আছে। সবচেয়ে বেশি বিল আটকে আছে অগ্রণী ব্যাংকে। এ ব্যাংকে পুরো খাতের মেয়াদোত্তীর্ণ ও অপরিশোধিত স্বীকৃত বিলের ১৬ দশমিক ৪১ শতাংশ আটকে আছে। মেয়াদোত্তীর্ণ বিলের সংখ্যা ২৫৬। এসব বিলের বিপরীতে বিভিন্ন ব্যাংকের পাওনা ৮৯ লাখ ৫৩ হাজার ৩১৫ ডলার। দ্রুত বিল পরিশোধে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অগ্রণী ব্যাংককে নির্দেশ দিয়েছে। একই সঙ্গে সময়মতো বিল পরিশোধ না করার কারণে কেন জরিমানা করা হবে না তার কারণ দর্শানোর জন্য বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মাদ শামস উল ইসলাম সমকালকে বলেন, স্বীকৃত বিলের পাওনা বেশিদিন পরিশোধ না করে রাখা যায় না। বিভিন্ন কারণেই স্বীকৃত বিল সময়মতো পরিশোধ সম্ভব হয় না। ফোর্স লোন করে এটা পরিশোধ করা যায়, তবে অগ্রণী ব্যাংক ঋণের কমপ্লায়েন্সের বিষয়ে সতর্ক। যে কারণে সব ক্ষেত্রে ফোর্স লোন করা হয় না। তবে চেষ্টা করা হচ্ছে মেয়াদোত্তীর্ণ বিলগুলো দ্রুত পরিশোধ করার। এ জন্য সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীদের সংগঠন এবিবির চেয়ারম্যান ও ঢাকা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান সমকালকে বলেন, ব্যাংক কোনো বিলে স্বীকৃতি দেওয়ার আগে কবে নাগাদ গ্রাহক টাকা দিতে পারবে তার একটা হিসাব করে। কিন্তু অনেক সময় মাষ্টার এলসির পেমেন্ট যে সময় আসার কথা সেই সময় আসছে না। যে কারণে অনেক ব্যাংকের গ্রাহকরা নির্ধারিত সময়ে অর্থ দিতে পারছেন না। ফলে স্বীকৃত বিল মেয়াদোত্তীর্ণ হচ্ছে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক সমকাল
পৃষ্ঠা নং ঃ
তারিখ ঃ 08 FEB 2019

এজেন্ট ব্যাংকিং আমানতের ৮০ শতাংশই ৩ ব্যাংকে

সমকাল প্রতিবেদক

বাড়তি খরচ ছাড়াই এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে দোরগোড়ায় সেবা পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। দ্রুত প্রসার হচ্ছে এ সেবা। শাখা ও গ্রাহকের সঙ্গে আমানতও বাড়ছে। এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থায় এক বছরে আমানত দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে গত ডিসেম্বর শেষে তিন হাজার ১১২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে ২ হাজার ৪৫১ কোটি টাকা বা প্রায় ৮০ শতাংশ রয়েছে তিন ব্যাংকে। ব্যাংকগুলো হলো আল-আরাফাহ ইসলামী, ডাচ-বাংলা ও ব্যাংক এশিয়া।

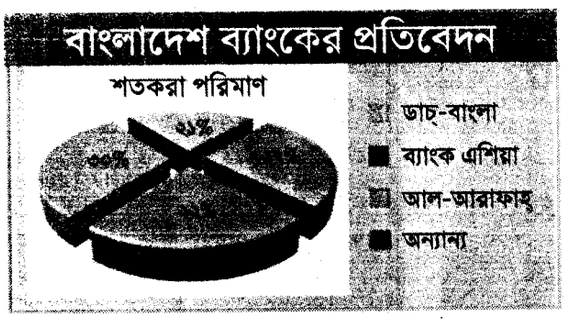

ব্যাংকিং সেবা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে কম খরচে সেবার আওতায় আনতে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের পর এজেন্ট ব্যাংকিং প্রচলন করে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে এজেন্ট ব্যাংকিং নীতিমালা জারির পরের বছর ব্যাংক এশিয়া প্রথমে এ সেবা চালু করে। এজেন্ট পয়েন্ট থেকে আমানত সংগ্রহ, ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ, সুবিধাভোগীর কাছে রেমিট্যান্সের অর্থ পৌঁছে দেওয়া, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় ভাতাভোগীকে অর্থ প্রদান, অ্যাকাউন্ট বালান্স জানা, অ্যাকাউন্ট ফরম সংগ্রহ, ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ডের আবেদন ফরম এবং চেক বই সংগ্রহ করতে পারেন গ্রাহকরা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত ডিসেম্বর শেষে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে তিন হাজার ১১২ কোটি টাকা। তিন মাস আগে আমানত ছিল ২ হাজার ৫৭৭ কোটি টাকা। আর এক বছর আগে ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে ছিল এক হাজার ৬৯৯ কোটি টাকা। এ হিসাবে তিন মাসে আমানত বেড়েছে ৫৩৫ কোটি টাকা বা প্রায় ২১ শতাংশ। আর এক বছরে এক হাজার ৭১৩ কোটি টাকা বা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। এককভাবে সবচেয়ে বেশি আমানত থাকা আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকে রয়েছে ৯২৮ কোটি টাকা। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ডাচ-বাংলা ব্যাংকে রয়েছে ৮২৭ কোটি টাকা। আর ব্যাংক এশিয়ায় রয়েছে ৬৯৬ কোটি টাকা।

জানতে চাইলে ব্যাংক এশিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরফান আলী সমকালকে বলেন, উন্নত ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের হার কম। এখন এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে গ্রামেও অনেকের অ্যাকাউন্ট খোলা সম্ভব হচ্ছে। যার মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবার বিস্তার হচ্ছে। তিনি বলেন, এজেন্ট ব্যাংকিং এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে নির্ভয়ে সাধারণ মানুষের যাতায়াত রয়েছে। আস্থার সঙ্গে লোকজন এ ব্যবস্থা গ্রহণ করায় গ্রামীণ আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে বড় ভূমিকা পালন করছে। এর দ্রুত প্রসার হচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, এজেন্ট ব্যাংকিং আগেভাগে শুরু করা ব্যাংকগুলোই এখন ভালো অবস্থানে রয়েছে। সম্ভাবনা দেখে নতুন করে অনেক ব্যাংক যুক্ত হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ২১টি ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমতি নিয়েছে, কার্যক্রমে এসেছে ১৯টি। সর্বশেষ যুক্ত হয়েছে ইস্টার্ন ও ব্র্যাক ব্যাংক।

আমানত সংগ্রহে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক সবচেয়ে এগিয়ে থাকলেও এজেন্ট ও আউটলেট বিবেচনায় এগিয়ে আছে ব্যাংক এশিয়া। ডিসেম্বর পর্যন্ত সব ব্যাংক মিলে চার হাজার ৪৯৩ এজেন্টের বিপরীতে আউটলেট রয়েছে ৬ হাজার ৯৩৩টি। এর মধ্যে ব্যাংক এশিয়ার আউটলেট রয়েছে দুই হাজার ৫৬৬টি। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ডাচ-বাংলা ব্যাংকের রয়েছে দুই হাজার ১৫০টি। পর্যায়ক্রমে এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের রয়েছে ৫৬৩টি, ইসলামী ব্যাংকের ৩০৫টি এবং মধুমতি ব্যাংকের রয়েছে ২৮১টি। এ ছাড়া আল-আরাফাহ ইসলামী ও অগ্রণী ব্যাংকের রয়েছে ২০০টি করে আউটলেট।

২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে সব মিলিয়ে অ্যাকাউন্টের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৪ লাখ ৫৭ হাজার। তিন মাস আগে ছিল ২০ লাখ ২৯ হাজার। এক বছর আগে মোট অ্যাকাউন্ট ছিল ১২ লাখ ১৪ হাজার। এই হিসাবে এক বছরে অ্যাকাউন্ট দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। আর তিন মাসে বেড়েছে ২১ শতাংশ। এসব অ্যাকাউন্টের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১১ লাখ ৮৭ হাজার রয়েছে ডাচ-বাংলা ব্যাংকে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাত লাখ ৪৯ হাজার রয়েছে ব্যাংক এশিয়ায়। আর তৃতীয় সর্বোচ্চ এক লাখ ৩৬ হাজার অ্যাকাউন্ট রয়েছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ dailyobserver
পৃষ্ঠা নং ঃ

তারিখ ঃ 0 8 FEB 2019

BD received $28b foreign investment in last 5 years

Business Correspondent

Bangladesh received more than $28 billion in investment from 45 countries in the last five years with China investing the highest amount of $8,107 million.

State Minister for Foreign Affairs M Shahriar Alam placed the statistics quoting Bangladesh Investment Development Authority (BIDA), while replying a question at the parliament late on Wednesday on behalf of Foreign minister AK Abdul Momen who was away in New Delhi on an official tour to the Indian capital.

According to the BIDA's statistics, the top ten countries in terms of investment size are: China ($ 8,107 million), the UAE ($ 7,836 million), Saudi Arabia ($ 2,461 million), Singapore ($ 2,261 million), the UK ($ 1,962 million), The Netherlands ($ 1,744 million), the USA ($ 1,219 million), India ($ 976 million), Thailand ($ 637 million) and Japan ($ 384 million).

In a scripted answer, the state minister also said the country's diplomatic missions are maintaining good relations with different organisations, multi-national companies alongside different governments as part of their efforts to increase foreign investment in Bangladesh and expand trade further.

Besides, he said, efforts are on to sign various investment and trade related economic deals with new countries alongside taking steps for strengthening trade and investment ties with the neighbouring and regional countries.

As per the directives of the prime minister, Shahriar said, their ministry is working to bring dynamism into the economic diplomacy by increasing coordination and cooperation with the commerce ministry and different relevant government bodies in a bid to implement the Awami League's election manifesto and achieve the goal of 10 per cent GDP by 2023.

He said Bangladesh's diplomatic missions are also playing an effective role in increasing economic diplomacy at the international level.

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ The Financial Express

পৃষ্ঠা নং ঃ

তারিখ ঃ 08 FEB 2019

Exchange Rate

February 07, 2019

The following were the commercial banks' rates to public for some selected foreign currencies with Bangladesh Taka in cash transaction on **Thursday.**

Bank	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Selling rates to public (outward remittance)							
Sonali Bank	83.9000	95.7785	108.7371	0.7711	83.8498	63.6950	59.9174
Janata Bank	83.9000	96.8102	109.1551	0.7881	83.8423	63.8757	--
Agrani Bank	83.9500	96.3924	109.7641	0.7741	84.0374	63.6763	59.7717
Rupali Bank	83.9500	97.0136	109.7740	0.7744	84.9583	64.8694	60.7662
FCBs							
StanChart	83.9500	97.0488	110.2376	0.7824	85.7915	65.2282	61.3536
CBC	83.9400	97.8740	110.8596	0.7760	--	64.2283	61.5280
PCBs							
SEBL	83.9500	99.6614	111.2656	0.7746	85.7836	64.0194	60.8246
BRAC Bank	83.9500	98.8877	112.5558	0.7916	86.7892	65.0595	61.9236
Prime Bank	83.9000	98.2444	110.4137	0.7792	84.3722	63.7462	59.8400
AB Bank	83.9400	98.2768	110.2804	0.7822	84.6828	64.4648	--
NCC Bank	83.9500	99.1256	111.7974	0.8000	--	64.9900	63.3100
Uttara Bank	83.9400	98.7194	111.4223	0.7862	86.3388	63.6522	59.8946
Buying rates from public (inward remittance)							
SCBs	**USD**	**Euro**	**GBP**	**JPY**	**CHF**	**CAD**	**AUD**
Sonali Bank	83.2000	94.0178	107.2838	0.7493	82.5611	62.5304	58.8098
Janata Bank	83.2000	94.8619	107.3021	0.7591	82.9580	63.2970	--
Agrani Bank	83.1000	93.6850	107.1651	0.7461	82.5232	62.4707	58.9259
Rupali Bank	83.2000	94.6142	107.2606	0.7495	82.7750	62.8747	59.1212
FCBs							
StanChart	82.9500	93.2488	106.4376	0.7443	81.6065	61.7354	58.0683
CBC	82.9500	92.5639	106.1179	0.7395	--	61.8614	57.8908
PCBs							
SEBL	82.9500	93.8247	106.9707	0.7455	82.7844	62.9394	59.0507
BRAC Bank	82.9500	94.4565	107.6993	0.7476	82.3525	61.6700	58.3694
Prime Bank	82.9500	94.5949	106.8169	0.7464	82.1870	62.2264	58.6980
AB Bank	82.9500	93.7621	105.8902	0.7430	81.9257	61.7702	--
NCC Bank	82.9500	93.2312	105.9961	0.7546	--	64.2000	62.1200
Uttara Bank	83.0500	94.3229	107.4461	0.7534	84.7181	62.5797	58.8285
Selling rates to importers							
SCBs	**USD**	**Euro**	**GBP**	**JPY**	**CHF**	**CAD**	**AUD**
Sonali Bank	83.9500	95.8356	108.8019	0.7716	84.1510	63.7330	59.9531
Janata Bank	83.9500	97.1295	109.3439	0.7914	84.0222	64.0496	--
Agrani Bank	83.9500	96.3924	109.7641	0.7741	84.0274	63.6763	59.7717
Rupali Bank	83.9500	97.0136	109.7740	0.7744	84.9583	64.8694	60.7662
FCBs							
StanChart	83.9500	97.0488	110.2376	0.7824	85.7915	65.2282	61.3536
CBC	83.9500	97.9740	110.9596	0.7770	--	64.2783	61.5780
PCBs							
SEBL	83.9500	99.6614	111.2656	0.7746	85.7836	64.0194	60.8246
BRAC Bank	83.9500	98.9177	112.5758	0.7921	86.8192	65.0595	61.9536
Prime Bank	83.9500	98.3012	110.4783	0.7797	84.4221	63.7840	59.8765
AB Bank	83.9500	98.3268	110.3304	0.7832	84.7628	64.5448	--
NCC Bank	83.9500	99.1256	111.7974	0.8000	--	64.9900	63.3100
Uttara Bank	83.9500	98.7807	111.4853	0.7868	86.3988	63.6597	59.9018
Buying rates from exporters							
SCBs	USD	Euro	GBP	JPY	CHF	CAD	AUD
Sonali Bank	83.0800	93.8822	107.1290	0.7483	82.4420	62.4402	58.7249
Janata Bank	83.1000	93.9045	106.7726	0.7510	82.5266	62.9305	--
Agrani Bank	83.1000	93.6850	107.1651	0.7461	82.5232	62.4707	58.9259
Rupali Bank	83.0800	94.4770	107.1052	0.7484	82.6550	62.7835	59.0354
FCBs							
StanChart	82.6735	92.9380	106.0828	0.7418	81.3345	61.5296	57.8748
CBC	82.7565	92.1213	105.7014	0.7366	--	61.6209	57.6649
PCBs							
SEBL	82.9500	93.8247	106.9707	0.7455	82.7844	62.9394	59.0507
BRAC Bank	82.8418	94.3429	107.6389	0.7466	82.2474	61.5882	58.2992
Prime Bank	82.7242	94.3385	106.5250	0.7443	81.9619	62.0560	58.5377
AB Bank	82.7000	93.3387	105.4314	0.7398	81.6167	61.5200	-
NCC Bank	82.9500	93.2312	105.9961	0.7546	--	64.2000	62.1200
Uttara Bank	82.9500	93.8653	107.2387	0.7507	84.4969	62.3424	58.6114

Notes: USD = US Dollar, GBP = Great Britain Pound, JPY = Japanese Yen, CAD = Canadian Dollar, AUD = Australian Dollar, SAR = Saudi Riyal, MYR = Malaysian Ringgit, AED = UAE Drham, KWD = Kuwait Dinar, QAR = Qatar Riyal, HKD = Hong Kong Dollar, SGD = Singapore Dollar, CHF= Swiss Franc, NA= Data Not Available, PLC= Public Limited Company, FCB= Foreign Commercial Bank, PCBs= Private Commercial Bank.